দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ০৪-০১-২০২৫ (পৃঃ ০৭)

সাতক্ষীরায় মাছের ঘেরে বোরো আবাদ

সাধারণ জমি থেকে ফলন বেশি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরায় মিঠাপানির মাছের ঘেরে বোরো আবাদ হচ্ছে। শীত মৌসুমে মাছ চাষের চেয়ে ধান আবাদ লাভজনক হওয়ায় দিন দিন মাছের ঘেরে বোরো আবাদে আগ্রহী হয়ে উঠছেন চাষিরা।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, মাছের ঘেরে ধানের ফলন হয় অন্য জমির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এখানে বোরো ধান লাগাতে বাড়তি কোনো চাষের প্রয়োজন হয় না। খরচও অনেক কম। যে কারণে বোরো মৌসুমে মাছের চেয়ে ধান চাষের লাভের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। সে কারণে বর্ষা মৌসুমের পর মিঠা পানি শুকিয়ে গেলে মাছের ঘেরে ধান চাষ করছেন কৃষকরা। আবার অনেকে নিজেরায় ঘেরের পানি সরিয়ে জমি শুকিয়ে বোরো ধান চাষ করছেন। কয়েক বছর যাবৎ মাছের ঘেরে বোরো ধান চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন সাতক্ষীরার গ্রামীণ কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তোমরা এলাকার দাঁতভাঙ্গা ও শালতিয়া বিল, দক্ষিণ হাড়দ্দহার বিল, চৌবাড়িয়া ও গয়েশপুর বিল, পদ্মশাখরা বিল ও ঝাউডাঙ্গা এলাকার উত্তর বিল, দেবনগরের কচুর বিল এবং তালা উপজেলার জেঠুয়া মাঠ ও নগরঘাটা বিলের বিভিন্ন মাছের ঘেরে বোরো চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা। শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে চাষের জমির পাশাপাশি মাছের ঘেরে বোরো ধানের চারা রোপণ করছেন তারা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র বলছেন, জেলার সাত উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় নিচু জমিতে গড়ে উঠেছে মিঠা পানিতে সাদা মাছের ঘের। বর্ষাকালীন সময়ে এসব ঘেরে চাষ হয় সাদা মাছের। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঘেরের মাছ উঠিয়ে সেখানে বোরো ধানের আবাদ করা হচ্ছে। সূত্র আরো জানায়, জেলায় এবার ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে তালা উপজেলা সদরের ৩০০ একর জমিতে সমলয় পদ্ধতিতে ট্রেতে বীজ বপন ও মেশিনে পাতার রোপণের মাধ্যমে হাইব্রিড, তেজ গোল্ড জাতের বোরো ধানের চাষাবাদ হচ্ছে। ফলে ধানের উৎপাদন শতভাগ অর্জিত হবে বলে আশা করছেন কৃষকসহ কৃষি কর্মকর্তারা।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মনির হোসেন জানান, অল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করে মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সাতক্ষীরায় উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে বোরোর চাষাবাদ শুরু হয়েছে। ফলন বাড়াতে সমলয় পদ্ধতিতে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। সাতক্ষীরার মাধবকাটি বলাডাঙ্গা বিলে সম্প্রতি এ আবাদ কার্যক্রম শুরু করা হয়। নতুন এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছেন।

সাতক্ষীরার বিনেরপোতা এলাকার ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাহমিনা খাতুন জানান, ধানগাছের অবশিষ্ট অংশ ও সবজির উচ্ছিষ্ট পচনের ফলে জৈব পদার্থ এবং নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জাতীয় জৈব উৎপন্ন হয়। যা ঘেরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। মাছের খাবারের উচ্ছিষ্ট ও মলমূত্র তলদেশে জমা হয়। তলদেশের জৈব উপাদান সমৃদ্ধ মাটি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ধান ও সবজি চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কৃষিনির্ভর উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের পাশাপাশি বোরো চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে।

সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (খামারবাড়ি) উপপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম জানান, চলতি মৌসুমে জেলায় লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে বেশি জমিতে বোরো আবাদ হতে চলেছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় জলবায়ুর ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করে কৃষি, খাদ্য ও অবকাঠামোসহ সব বিষয় নিয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মৎস্য ঘেরে বোরোর আবাদ উৎপাদনে কৃষি খামারবাড়ি কাজ করে যাচ্ছে।

সাতক্ষীরা : পানি শুকিয়ে বোরো ধান চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা —ইত্তেফাক